সূচিপত্র

১. দলবদ্ধ জীবন যাপন, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান (সূরা আলে ইমরান, ১০৪-১০৫ আয়াত) ॥ ১১

২. অন্যদের ভালো কাজের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে নিজেও ভালো কাজ করতে হবে (সূরা আল বাকারা, ৪৪-৪৬ আয়াত) ॥ ২১

৩. গীবতকারী ও কৃপণ ব্যক্তির জন্য চূর্ণ-বিচূর্ণকারী দোযখ (সূরা হুমাযাহ্) ॥ ৩০

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণার অপনোদন (সূরা ইয়াসীন, ৬৫-৭০ আয়াত) ॥ ৩৬

৫. পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের পরিণাম (সূরা ইনফিতার, ১৩-১৯ আয়াত) ॥ ৪৪

৬. দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ভালো কাজে যেমন সওয়াব দ্বিগুন, তেমনি পাপ কাজের শাস্তিও দ্বিগুন (সূরা আল আহ্যাব, ৩০-৩২ আয়াত) ॥ ৪৯

৭. জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব (সূরা জুমু'আ, ৯-১১ আয়াত) ॥ ৬৩

৮. আল্লাহভীতি সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক (সূরা আল মায়েদা, ৮-১০ আয়াত) ॥ ৭১

৯. কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের নির্দেশ (সূরা মুহাম্মদ, ১-৪ আয়াত) ॥ ৭৮

১০. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত, নামায এবং যাকাত প্রতিষ্ঠাই সত্য দ্বীন (সূরা আল বাইয়িনাহ, ৫ আয়াত) ॥ ৮৮

১১. নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আল আনকাবূত, ৪৫ আয়াত) ॥ ৯৩

১২. সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সূরা ইয়াসীন, ৭৭-৮৩ আয়াত) ॥ ১০১

১৩. আল কুরআনের আংশিক বিশ্বাসের পরিণতি (সূরা আল বাকারা, ৮৫-৮৬ আয়াত) ॥ ১০৯

১৪. আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন ও ত্বরিৎ শাস্তি বানরে পরিণত হওয়া
(সূরা আল আ'রাফ, ১৬৩-১৬৬ আয়াত) ॥ ১১৭
১৫. কিয়ামতের চিত্র, পাল্লা হালকা এবং ভারী হওয়ার পরিণাম
(সূরা আল কারিয়াহ্) ॥ ১২৫
১৬. নিজেদের প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না
(সূরা আর রাদ, ১১ আয়াত) ॥ ১৩১
১৭. দীনকে নেয়ামত হিসেবে পূর্ণতা দান (সূরা আল মায়েদা, ৩ আয়াত) ॥ ১৩৬
১৮. মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয়ের শাস্তি দিয়ে হেদায়াতের সুযোগ দান (সূরা আর রূম, ৪১ আয়াত) ॥ ১৪৫
১৯. মহান আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে দলবদ্ধভাবে লড়াই করে
(সূরা আস্ সফ, ১-৪ আয়াত) ॥ ১৫৫
২০. আল কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশ, ঔষধ, পথপ্রদর্শক এবং অনুগ্রহ
(সূরা ইউনুস, ৫৭ আয়াত) ॥ ১৬৪

দারস : ১

দলবদ্ধ জীবন যাপন, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান

৩. সূরা আলে ইমরান

মদীনায় নাযিল : আয়াত-২০০, রুকূ-২০

আলোচ্য আয়াত : ১০৪-১০৫।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (١٠٥) وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১০৪) "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে দাওয়াত দেবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। এ দায়িত্ব যারা পালন করবে তারাই সফলতা লাভ করবে। (১০৫) তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ে যেয়ো না যারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।"

শব্দার্থ : وَلْتَكُنْ - এবং অবশ্যই থাকবে, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে, اُمَّةٌ - একদল, يَدْعُوْنَ - যারা ডাকবে, اِلَى الْخَيْرِ - কল্যাণের দিকে,

يَأْمُرُوْنَ - তারা আদেশ দেবে, بِالْمَعْرُوْفِ - ভাল কাজের দিকে, يَنْهَوْنَ - তারা নিষেধ করবে, عَنِ الْمُنْكَرِ - মন্দ কাজ হতে, أُولٰئِكَ - ঐসব লোক, هُمْ - তারাই, الْمُفْلِحُوْنَ - সফলকাম, لَاتَكُوْنُوْا - তোমরা হয়ো না, كَالَّذِيْنَ - তাদের মতো যারা, تَفَرَّقُوْا - বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, اِخْتَلَفُوْا - মতভেদ করেছিল, اَلْبَيِّنٰتُ - সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, عَظِيْمٌ - কঠিন।

নামকরণ : এ সূরার ৩৩ নং আয়াতে "আল ইমরান"-এর কথা বলা হয়েছে। এটাই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ : নাযিল হওয়ার দিক থেকে সূরাটি চারটি ভাষণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১ম ভাষণ– সূরার শুরু থেকে চতুর্থ রুকূর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

২য় ভাষণ– চতুর্থ রুকূর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। নবম হিজরীতে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

৩য় ভাষণ– সপ্তম রুকূর প্রথম থেকে দ্বাদশ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। ভাষণটি ১ম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয় বলে মনে হয়।

৪র্থ ভাষণ– ত্রয়োদশ রুকূর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়সমূহ : এ চারটি ভাষণের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই ভাষণগুলোকে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে। এ সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি হচ্ছে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) আর অপরটি হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

প্রথম দলটিকে সূরা বাকারার অনুরূপ এ সূরায় আরও অধিক জোরালোভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ত্রুটির